আক্রান্ত স্বামীর পাশে থেকেও স্ত্রীর করোনা নেগেটিভ!

করোনাভাইরাস পজেটিভ নিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার পরেও তার স্ত্রীর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি মেলেনি। ওই ব্যক্তির সঙ্গে হাসপাতালে এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করছিলেন তার স্ত্রী। সেখানে কোনো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই স্বামীর সেবা করেছেন তিনি।

এরপরও পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ আসার ঘটনাটিকে মিরাকল বলে অভিহিত করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

বগুড়ার একমাত্র আক্রান্ত ওই ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরামর্শে তার স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে গত রোববার রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। সোমবার রাতে নমুনার রেজাল্ট পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. শফিক আমিন কাজল জানান, করোনা রোগীর সংস্পর্শে থাকা তার স্ত্রীর শরীরে করোনার কোনো উপস্থিতি মেলেনি। এটা মিরাকল বলা চলে। কারণ ওই নারী এক সপ্তাহ ধরে স্বামীর পাশে থেকে সেবা করেছেন।

আর হাসপাতালে রোগীর সংস্পর্শে আসা আরও একজন তার মেয়ে জামাইকে রংপুরের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখায় তার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির করোনা পজেটিভ হলেও শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

করোনার সংক্রমণ শুরু হলে গত ২৯ মার্চ রাতে একটি ট্রাকে চড়ে রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে রংপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। ট্রাকে আরও ১৫ থেকে ২০ জন মানুষ ছিলেন। পথে জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এমন আতঙ্কে ওই ব্যক্তিকে ভোররাতে বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়া হয়। সূত্র- জাগো নিউজ ২৪. কম

দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পর পুলিশের সহযোগিতায় একটি রিকশাভ্যানে

তাকে প্রথমে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। সেখান থেকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুদিন রাখা হয়। পরে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

নমুনা পরীক্ষায় তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। বগুড়ায় তিনিই একমাত্র করোনা পজেটিভ রোগী। ওই রোগীর শরীরে করোনা পজেটিভ আসার পর চিকিৎসার প্রয়োজনে সংস্পর্শে আসা বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের প্রধানসহ ৫ চিকিৎসক ও ৮ নার্স এবং অন্যান্য মিলে মোট ১৬ জনকে গত শুক্রবার থেকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

এছাড়া বাসস্ট্যান্ডে ওই রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে সংস্পর্শে আসা স্থানীয় এক ব্যক্তি এবং শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বগুড়া পর্যন্ত বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স চালককেও কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এদিকে সেই ট্রাকের এখনও কোনো হদিস মেলেনি। স্থানীয় প্রশাসন ট্রাকের সন্ধান করার পাশাপাশি ওই ভ্যানচালককেও খুঁজছে।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আলমগীর কবির বলেন, হাসপাতালের সিসিটিভি দেখে ভ্যানচালককে শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু কোনো কিছুতেই তার হদিস মিলছে না। আবার যে ট্রাকে চড়ে তিনি ঢাকা থেকে মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে এসেছেন, তাকেও শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

মেহেরপুরে সেনা অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, চাঁদবিল, কোলার মোড় সহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

এ সময় আমঝুপিতে মাস্ক ব্যবহার না করায় এবং অযথা ঘোরাঘুরির কারণে কয়েক জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বগুড়া সেনানিবাসে ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফকরউদ্দিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসান, ক্যাপ্টেন আরমান প্রমুখ।

দর্শনা রেলবাজারে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেলবাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেন এবং অন্যান্য সকলকে সতর্কীকরণ বার্তা দেন।

গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া মমতাজ।

অভিযানের সময় আল্লাহর দান গার্মেন্টস এর মালিক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৩৫) কে দোকানের ভিতরে কাস্টমার ঢুকিয়ে দোকানের সাটার নামিয়ে বেচাকেনা করার কারনে প্রথম বারের মত সাবধান করতে ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

সেই সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া মমতাজ দর্শনার কাঁচাবাজারের ও মুদি দোকানদেরকে সচেতন হয়ে এবং দূরত্ব বজায় রেখে বেচাকেনা করার কথা বলেন এবং বাজারে বাজার করতে আসা সকল ক্রেতাগণকেও সচেতন হতে পরামর্শ দেন এবং বিনা প্রয়োজনে বাড়ীর বাহিরে বের হতে নিষেধ করেন।

কুষ্টিয়ায় মদের দোকান সিলগালা, ৬ জনের দণ্ড

করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রদত্ত সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মদের দোকান খোলা রাখায় দোকানটিকে সিলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় ৩ জনের ৪৫ দিন এবং গণজামায়েত করে দোকানের সামনে মদ পান করায় অপর ৩ জনকে ৩০ দিনের কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়।

গতকাল সোমবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান এ রায় প্রদান করেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- উপজেলার দরবেশপুরর গ্রামের বিশ্বনাথ বিশ্বাস (৪০), শেরকান্দি গ্রামের প্রনব কুমার ঘোষ (৪৫), অশোক কুমার
(৫৭) ও কার্তিক (২২), নন্দনালপুর ইউনিয়নের চড়াইকোল গ্রামের আরিফ
(৪৮) এবং পুরাতন চড়াইকোল গ্রামের আব্দুর রহমান (৪৫)।

রাজিবুল ইসলাম খান জানান, দোকানটির লাইসেন্স আছে। সরকারি আদেশ না মানায় সাময়িকভাবে এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মদ ব্যবসায়ে জড়িত ৩ জনকে ৪৫ দিন এবং গণজমায়েত করে মদ পান করায় অপর ৩ জনকে ৩০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

মুজিবনগরে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে হাট ব্যাবস্থাপনা

চালু

করোনার সংক্রমণ রোধে মুজিবনগরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্স সিস্টেম এর মাধ্যেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকালে দারিয়াপুর খেলার মাঠে ও শিবপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে দুইটি হাটে প্রথম বক্স সিস্টেম চালু করা হয়।

মানুষের সমাগম রোধে যার দুরুত্ব করা হয়েছে একটি বক্সের থেকে আরেকটি ১০ ফুট প্রযন্ত। এবং একটি লাইন থেকে আরেকটি লাইনের দুরুত্ব প্রায় ১৫ ফুট।

প্রতিটি বক্সের ভিতরে একটি করে দোকান বসানো হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক লাইনে একটি করে ত্যাগ লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

যা দেখে খুব সহজেই সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ক্রেতার তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারছে।

সাথে সাথে বাজারে আসা সকল ক্রেতাদের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে বাজার করতে ও বিভিন্ন ভাবে সচেতন করতে সব সময় সহযোগীতা করছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিজ উদ্যোগে তৈরিকৃত মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্য বৃন্দরা।

যতদিন প্রর্যন্ত করোনার সংক্রমণ না রোধ হবে ততদিন প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার সব কয়টি হাট এরকম পদ্ধতিতে বসানো হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি জানান, করোনা সংক্রমন রোধে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখার লক্ষে দারিয়াপুর ও শিবপুর হাটে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

এছাড়া মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা সেখানে সব সময় সাধারণ জনগণকে সহযোগীতা করছেন। এখন থেকে যতদিন প্রযন্ত করোনা সংক্রামণ রোধ না হয় ততদিন প্রর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার সকল হাট এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে খাদ্য সংকটে বাস শ্রমিকরা

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গত ২৬ মার্চ থেকে দেশের সকল গণপরিবহন বন্ধ করা হয়েছে। পরিবহন বন্ধ করার কারণে অধিকাংশ শ্রমিকরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অভুক্ত দিন কাটাচ্ছেন। পরিবহন বন্ধের ১২ দিন অতিবাহিত হলেও এখনো কোন শ্রমিক সরকারি ত্রাণ পাননি।
জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে, জেলায় সাড়ে ৩ হাজার বাস শ্রমিক রয়েছেন। এদের মধ্যে আড়াই হাজার শ্রমিক দিন এনে দিনে খাওয়ার মত। তাদের নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

বাস শ্রমিক মমিন জানান, তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। সব কিছু বন্ধ থাকায় খুব অর্থ কষ্টে ভুগছি। ফলে পরিবারের সদস্যদের খাবার যোগার করার কঠিন হয়ে পড়ছে।

অভিন্ন ভাষায় একই কষ্টের কথা জানান শ্রমিক ফিরোজ, পিনু, এরশাদ, মন্টুসহ অনেকে।

এ বিষয়ে কথা বলেন জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান। তিনি জানান, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানুষ যেন অভুক্ত না থাকে সরকার তার কারণে জেলায় প্রায় ৬০০ মেট্রিক টন চাল এবং প্রায় ১২ লাখ টাকা নগদ অনুদান দিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। জেলায় অটো চালক ও মালিকদের সরকারি ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। যেগুলো জেনে ভাল লেগেছে। একই সাথে আমাদের শ্রমিকরাও যাতে এ ত্রান পেতে পারে তার দাবি জানাচ্ছি।

তিনি আরো জানান, পরিস্থিতি সাময়িক মোকাবেলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৩শ শ্রমিকের মাঝে কিছু খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি।
জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল জানান, এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় আজ রাতে শ্রমিকদের সাথে জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে মালিক ও শ্রমিক নেতারা মিলে একটি করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

বড় সংগঠনের দোহায় দিয়ে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, তারা ভিন্ন ভিন্ন খাতে সড়কে টাকা তুলে থাকেন। তাদের মালিক পক্ষও

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী। সেখান থেকেও তারা সাহায্য পেতে পারেন। তারপরও মালিকপক্ষ থেকে আমাদের জানালে আমরা বিষয়টি বিবেচনায় নেব।

তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ১০ টার দিকে জানা গেছে, ৫০০ শ্রমিকের জন্য ১৫ কেজি চাল বরাদ্দ দিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

মেহেরপুরে কর্মহীন চা দোকানীরা পাচ্ছে না ত্রাণ

মেহেরপুরে অনেক চা দোকানদার সরকারি ত্রাণ সুবিধা থেকে এখনো বঞ্চিত রয়েছে। চা বিক্রি করে তাদের সংসার চললেও করোনা পরিস্থিতিতে মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা। সরকারি নির্দেশনা মেনে চা দোকান বন্ধ রাখলেও ত্রাণ সুবিধা পাওয়ার তালিকায় তাদের নাম নেই।

মেহেরপুরে এ পর্যন্ত তালিকা ধরে ৪ হাজার ৫’শ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সদরে ২ হাজার, মুজিবনগরে হাজার ও গাংনীতে ১ হাজার ৫’শ।

এছাড়াও সদর উপজেলার রাজস্ব তহবিল থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১১’শ ৫০ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। সেই সাথে ১ হাজার ৫’শ অটো চালকদের মাঝে ৩০ কেজি করে চাউল বিতরণ করা হয়।

পর্যায়ক্রমে আরও দরিদ্র পরিবারের তালিকা করে তাদের ত্রাণ সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানানো হয় জেলা প্রশাসন থেকে।

তবে যাদের সংসার চলে চায়ের কাপে এমন অনেক পরিবার এখনো পাইনি সরকারি কোন বরাদ্ধ। ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে সমন্বয় না করে তালিকা তৈরির ফলে এমন অবস্থা হয়েছে বলে অভিযোগ অনেকের।

এছাড়াও একই পরিবারে একাধিক ও জনপ্রতিনিধিদের আত্মীয়সজনদের ভিড়ে তালিকায় নাম উঠাতে পারছে না হত দরিদ্র চা দোকানদাররা। উপায় না পেয়ে প্রাসনের নজর এড়িয়ে নির্দেশনা অমান্য করে কেউ কেউ দোকান

খুলে বসছে। স্বাস্থ্য ঝুকি থাকা সত্বেও মানছে না সামাজিক দূরত্ব।

এদিকে করোনা মোকাবেলায় জনসচেতনতা তৈরি ও সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করতে প্রশাসনের চলমান অভিযানে প্রায় অর্ধশত চায়ের কেটলি জব্দ করেছে সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড পাড়ার বাবু, ইমাদুল, বজলু, কালু জানান, আমাদের সংসার চলে চা বেচেঁ। করোনা মোকাবেলায় আমাদের চায়ের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগীতা করা হচ্ছে না।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের মৃত আজিজুরের ছেলে মেজবার আলী, মৃত গোলাম কবীর এর ছেলে ফিরোজ আলী, মুকলেচ, টগর আলী এছাড়াও হত দরিদ্র সাইকেল মিস্ত্রি কামাল ও সোহেল এখনো পাইনি সরকারি কোন সহায়তা।

সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের সুমন, মিজার, শহিদুল, মুরাদ ত্রাণ পাওয়ার দাবিদার হলেও তালিকায় নাম নেই। তাদের অভিযোগ আমাদের গ্রামে অনেক চায়ের দোকানদারই পেয়েছে ত্রাণ সহায়তা কিন্তু আমরা পাইনি। তালিকায় পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের।

এছাড়াও জেলার বিভিন্ন গ্রামে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে অধিকাংশ চায়ের দোকানদার এখনো ত্রাণ সুবিধা পাইনি। এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বরদের কাছে গেলেও তারা কানে নিচ্ছে না বলে অভিযোগ অনেকের।

জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয় প্রাথমিক প্রথম ধাপে আমরা ৪ হাজার ৫’শ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছি। এখনো যারা পাইনি তাদেরকে দেওয়া হবে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা খাদ্য বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

এছাড়াও চেয়ারম্যান-মেম্বর এবং উপজেলা নির্বহী অফিসারের কাছে সরাসরি কল করলেও তাদের বাড়িতে খাদ্য পৌঁছে যাবে।

[redacted]

‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

এ সময় অনলাইনে সরাসরি যুক্ত হন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

সূত্র: কালের কণ্ঠ